রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক" ২০২১ সনের ৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৪৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯—৯২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৭—১১৬

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ কার্তিক, ১৪২৭/০৫ নভেম্বর, ২০২০

নং **০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১০.২০১৯-১৮৮**—জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-৪৮৯৯) গত ০৭-০৯-২০১৬ তারিখ হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে জনাব এম. এম. মহিউদ্দিন কবীর মাহিন (পরিচিতি নম্বর-১৫১৯৯), নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সিনিয়র সহকারী সচিব), বি.আর.টি.এ. সদর দপ্তর, ঢাকাকে এসিআর ও বিভিন্ন অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রদানের কথা বলে তার নিকট হতে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগে জনাব এম.এম. মহিউদ্দিন কবীর মাহিন উল্লেখ করেন যে, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তার পূর্বপরিচিত জনাব মোঃ মনির হোসেন (৪৮৯৯)-কে তার এসিআর এবং প্রমোশনের বিষয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে উক্ত বিষয় নিয়ে জনাব মোঃ মনির হোসেন-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি অভিযোগকারীকে জানান যে, তার বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে বিধায় তাকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে এবং তাকে বর্তমান সরকারের বিপরীত অনুসারী ও সমর্থনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি শুনে অভিযোগকারী অত্যন্ত বিচলিত হন এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জনাব মোঃ মনির হোসেন উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর অভিযোগকারীকে জানান যে, উপর্যুক্ত বিষয়টি নিয়ে সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি তাকে (সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করতে বলেছেন। পরবর্তীকালে অভিযোগকারী উক্ত বিষয় নিয়ে তার বাসায় গেলে তিনি অভিযোগকারীকে জানান যে, টাকা ছাড়া সমস্যার সমাধানে কোন সাহায্য করতে পারবেন না।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অভিযোগকারী টাকা দিতে অস্বীকার করেন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিষয়টি যাতে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেন তার জন্য ভূমিকা রাখতে জনাব মোঃ মনির হোসেন-কে অনুরোধ করেন। এ ঘটনার দুই দিন পর অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে তিনি অভিযোগকারীকে জানান যে, সচিব মহোদয়কে প্রদানের জন্য তাকে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে, অন্যথায় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। উল্লিখিত টাকা প্রদানে ৭ (সাত) দিন সময় চেয়ে অভিযোগকারী তার মায়ের সাথে আলোচনা করে জনাব মোঃ মনির হোসেন-কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ঘটনার প্রায় ১ (এক) মাস পরে অভিযোগকারী জানতে পারেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব সৎ, নির্লোভ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর একজন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। তাই অভিযোগকারী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। পরবর্তীকালে গত ০৩-০৬-২০১৯ তারিখে জনাব মোঃ মনির হোসেন অভিযোগকারীর বাসায় গিয়ে তাকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করেন। উক্ত বিষয়ে লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-১ অধিশাখা হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ এবং ‘দুর্নীতিপরায়ণতা’ এর অভিযোগে ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১০.২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০১-০৯-২০১৯ তারিখের ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০১০.২০১৯-৪৬২ নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ২৪-১০-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৪-১২-২০১৯ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মজিবর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৫৬১৯), অতিরিক্ত সচিব (উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৩-০২-২০২০ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পুনঃতদন্তের জন্য একই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মজিবুর রহমান গত ২৬-০৮-২০২০ তারিখে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ মনির হোসেন-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ এবং ‘দুর্নীতিপরায়ণতা’ এর অভিযোগ অপ্রমাণিত; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ এবং ‘দুর্নীতিপরায়ণতা’ এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ মনির হোসেন (পরিচিতি নম্বর-৪৮৯৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে ‘অসদাচরণ’ এবং ‘দুর্নীতিপরায়ণতা’ এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪২৭/০৯ নভেম্বর ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২-২৮৭**—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় সংসদের ১৯১ ঢাকা-১৮ এবং ৬২ সিরাজগঞ্জ-১ শূন্য আসনে নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোটগ্রহণের দিন ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার বা নির্বাচনী কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ থাকবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী উপজেলা/জেলা/মহানগরীর এলাকাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগদানে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১০.১৯(বি.মা.)-৩৬৪**—যেহেতু, বেগম জেবুন নাহার (পরিচিতি নং-১৬১৩৪), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা গত ০৮-১১-২০১৮ তারিখ হতে ২৪-০৪-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিজলা, বরিশাল হিসেবে কর্মরত থাকাকালে আই.এ.পি.পি. প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে হিজলা উপজেলায় বিল নার্সারী ও বিলে পোনা অবমুক্তির জন্য যথাক্রমে বরাদ্দকৃত ৩৭,০০,০০০ (সাইত্রিশ লক্ষ) টাকা ও ২২,০০,০০০ (বাইশ লক্ষ) টাকা সর্বমোট = ৩৭,০০,০০০ + ২২,০০,০০০ = ৫৯,০০,০০০

(উনষাট লক্ষ) টাকা জনাব সঞ্জীব সন্নামত, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা কোনো প্রকার কাজ না করে সমুদয় অর্থ যোগসাজসের মাধ্যমে ভূয়া বিল ভাউচার তৈরি করে আত্মসাৎ করেন মর্মে অভিযোগের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২৪-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০১.০৬০০.৬৫২.০১.০১৭.১৭-৪২০৭৬ সংখ্যক স্মারকমূলে অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসক, বরিশাল-এর ০৬-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১০.০৬০.১০৬.০৬.০০৮. ১৯-১৬ নং স্মারকে উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিজলা, বরিশাল-কে অনুরোধ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি আনীত অভিযোগের বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে জেলা প্রশাসক-এর মতামত ব্যতীত একটি দায়সারা প্রতিবেদন সরাসরি মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন কমিশন বরাবরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়-এর ০৫-০২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১০.০৬৩৬.১০১. ১০.০০.১৭-৭৬ স্মারকে প্রেরণ করেন এবং উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(ক) ও ৩(খ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-১১-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১০.১৯(বি.মা.)-৪৯৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ০৩-১২-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১১-০২-২০২০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম (পরিচিতি নং-১৫২৫৮), উপসচিব, সওব্য-২ শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বর্তমানে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ১৬-০৯-২০২০ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়সারা প্রতিবেদন দিয়েছেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি পরীক্ষা করেননি এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনের মতামত অংশে অভিযুক্ত বলেছেন, 'জনাব সঞ্জীব সন্নামত, প্রাক্তন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, হিজলা কর্তৃক বিল ভাউচার ও রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে মর্মে দেখান হয়, কিন্তু, নির্দেশ দেয়া হলেও তিনি কোনো কিছু দাখিল করেননি', পরবর্তী লাইনে তিনি বলেন, 'উপজেলা মৎস্য অফিসে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো ডকুমেন্ট সংরক্ষিত না থাকায় সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয় নি' যা প্রতিবেদনের বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী এবং তদন্ত কর্মকতা সার্বিক মতামতে উল্লেখ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকতার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

৫। সেহেতু, বেগম জেবুন নাহার (পরিচিতি নং-১৬১৩৪), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হিজলা, বরিশাল বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্বসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭/০২ জুন ২০২০

নং **০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০২৩.০৯-৩৭২**—নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট উপসচিবের নিম্নবর্ণিত ৪৩০টি সুপারনিউমারারি পদ পূর্বের ধারাবাহিকতায় এবং শর্তে ০১-০৬-২০২০ থেকে ৩১-০৫-২০২১ খ্রি. পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারনিউমারারি পদ সংখ্যা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৯
২।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৭
৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭
৪।	অর্থ বিভাগ	৫০
৫।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩
৬।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২
৭।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২৮
৮।	পরিকল্পনা বিভাগ	৯
৯।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৯
১০।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২০
১১।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯
১২।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৯
১৩।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২
১৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৬
১৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সুপারনিউমারারি পদ সংখ্যা
১৬।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১০
১৭।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮
১৮।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৩
১৯।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৫
২০।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭
২১।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৭
২২।	সেতু বিভাগ	১
২৩।	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৩
২৪।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৫
২৫।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৭
২৬।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৭
২৭।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬
২৮।	তথ্য মন্ত্রণালয়	৬
২৯।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৩
৩০।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪
৩১।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪
৩২।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৫
৩৩।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯
৩৪।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
৩৫।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪
৩৬।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪
৩৭।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯
৩৮।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪
৩৯।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
৪০।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪
৪১।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৪২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫
	মোট=	৪৩০

২। উল্লিখিত পদসমূহের ব্যয় স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত হতে বহন করা হবে।

৩। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি রয়েছে।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৭.২০(বিমা)-৪৩৭**—যেহেতু, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডা: ইসরাত হাফিজ (পরিচিতি নম্বর: ০৩১৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী প্রধান), পরিকল্পনা বিভাগ এর অনুকূলে যুক্তরাজ্যের Liverpol University-তে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের ২৬-১২-২০১২ ও ২৫-০১-২০১৬ তারিখের ২০.৭০২.০৩২.০১.০১.০৮৬. ২০১০, ৭৫৫ এবং ২৯ নম্বর স্মারক মোতাবেক যুক্তরাজ্যে ০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ (চার) বছর পিএইচডি কোর্সে প্রেষণ মঞ্জুর করা হলে তিনি গত ১২-১২-২০১৬ তারিখ পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রেষণের মেয়াদ ০১-০১-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি অথবা ০১ বছর শিক্ষা ছুটি মঞ্জুরের আবেদন করলে পরিকল্পনা বিভাগের ০১-০১-২০১৭ তারিখের ২০.০০.০০০০. ৩০২.৩২.০২১. ১০.৫০ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে তাঁর অনুকূলে পিএইচডি কোর্সে ছুটি মঞ্জুর করা সম্ভব নয় মর্মে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং অবিলম্বে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি অদ্যাবধি চাকুরীতে যোগদান করেননি; এবং

যেহেতু, তিনি গত ০১-০১-২০১৭ তারিখ হতে সরকারের অনুমতি ছাড়াই বিদেশে অবস্থান করছেন এবং অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন যা সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, ডাঃ ইসরাত হাফিজ (০৩১৭) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং কেন তাকে উক্ত অধ্যাদেশের ৪(এ) ধারা মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে নির্ধারিত সময়ে লিখিত জবাব প্রদানকালে তিনি ব্যক্তিগত সাক্ষাতে কোনো কিছু জ্ঞাত করতে চান কি না বা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি না তাও উল্লেখ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি ০৪-০৪-২০১৭ তারিখে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অপরাধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য ২৩-০৪-২০১৭ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং জারীকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ ২টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হলে তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি বরং তিনি চাকরি হতে অব্যাহতি চেয়ে

১৭-০৮-২০১৭ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করে পদত্যাগপত্রে তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেছেন মর্মে অসত্য বক্তব্য উপস্থাপন করায় তাঁর পদত্যাগপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়নি; এবং

যেহেতু, ডাঃ ইসরাত হাফিজ (০৩১৭) কে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-৬ মোতাবেক মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ডা: ইসরাত হাফিজ কে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করণের সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে; এবং

যেহেতু, ডা. ইসরাত হাফিজ (০৩১৭), সিনিয়র সহকারী প্রধান এর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, ডা. ইসরাত হাফিজ (০৩১৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী প্রধান), পরিকল্পনা বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে একই অধ্যাদেশ এর ৪(এ) ধারা অনুযায়ী দণ্ড হিসেবে অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ হতে অর্থাৎ ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ কার্তিক ১৪২৭/১১ নভেম্বর ২০২০

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-৫১৭**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১১(২) ধারা অনুসারে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বেগম শামছুন নাহার এর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ (১৮-১১-২০২০) শেষে ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-কে উক্ত ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বস্ত্র-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **২৪.০০.০০০০.১১৬.০৬.০২৭.১৭-১৬০**—বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ এর ৬ এর (ঞ) এবং (ট) ধারা মোতাবেক বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে **১১-১১-২০২০** খ্রি. তারিখ থেকে আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য মনোনয়ন দেয়া হলো :

ক্রঃ নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা
০১।	প্রফেসর ড. মোঃ মনজুর হোসেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
০২।	প্রফেসর ড. রেজিনা লাজ প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
০৩।	জনাব মোঃ সমিরুদ্দিন, রেশম পোকা পালনকারী পিতা: আলতাব হোসেন গ্রাম: চরধরমপুর, উপজেলাঃ ভোলাহাট, ডাকঘরঃ ভোলাহাট-৬৩০০, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
০৪।	জনাব মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন, রেশম পণ্যের ব্যবসায়ী পিতা: শেখ হাসেম আলী বাসা/ হোল্ডিং:-৮৪/০৬, গ্রাম/রাস্তাঃ আসাম কলোনী, ডাকঘরঃ সপুরা-৬২০৩, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
০৫।	জনাব মোঃ টিপু সুলতান শাহ, রেশম সুতা উৎপাদনকারী পিতা: মোঃ আবেদন শাহ, গ্রামঃ খলিশাকুড়ি, ডাকঘরঃ সন্ন্যাসীতলা, উপজেলাঃ ভোলাহাট, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

২। **শর্তাবলি :**

(ক) মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ **১১-১১-২০২০** খ্রি. তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে সরকার যে কোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোনো সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করতে পারবেন।

(খ) মনোনীত কোনো সদস্য পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। তবে চেয়ারম্যান কর্তৃক তা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ কার্যকর হবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুমায়ূন কবির
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ (শাখা-১৭)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৭/০৫ নভেম্বর ২০২০

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০০৮.২০১৫-১৪৩**—বাংলাদেশ জাতীয় অধ্যাপক (নিয়োগ, শর্তাবলী ও সুবিধাদি) সিদ্ধান্তমালা, ১৯৮১ সংশোধিত অনুযায়ী জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১। ডা. দীপু মনি, এমপি,
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব আনিসুল হক
মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন
মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়

৪। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরীন মুক্তি
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ কার্তিক ১৪২৭/০৮ নভেম্বর ২০২০

নং **৩৮.০০.০০০০.০০২.৯৯.০৭৪.২০.১০৮৯**— চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার "নবাবগঞ্জ পিটিআই" এর নাম পরিবর্তন করে "চাঁপাইনবাবগঞ্জ পিটিআই" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪২.০০.০০০০.০৩৫.২৪.০২০.১৪-৩১৬**—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Irrigation Management Improvement Project for Muhuri Irrigation Project (IMIP-MIP)" এর আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ফেনী পওর বিভাগ, বাপাউবো, ফেনী এর মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও উপকূলীয় বেড়িবাঁধ উঁচুকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে প্রচলিত আইনের অধীনে এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ADB এর সাথে সম্পাদিত ঋণচুক্তি (Loan Covenant) মোতাবেক পুনর্বাসন বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ADB এর Resettlement Framework অনুযায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা (Resettlement Plan) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নকারী দপ্তর (PIU) এর জন্য নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে নির্দেশক্রমে ৩টি কমিটি গঠন করা হলো :

(১) **<u>Joint Verification Team (JVT):</u>** গঠন ও কার্যপরিধি—

Joint Verification Team (JVT) for PIU, Feni O&M Division, BWDB, Feni.

<u>গঠন :</u>

(ক)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে এর প্রতিনিধি (উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	আহ্বায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-এর মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	পাউবো' কে সহায়তা প্রদানকারী এনজিও এর প্রতিনিধি (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/এরিয়া ম্যানেজার/ বিশেষজ্ঞ অথবা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য-সচিব

<u>কার্যপরিধি :</u>

(ক) পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়নকালে বাপাউবো তার পরামর্শকের সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাইপূর্বক সমন্বয় করে পুনর্বাসনের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সূত্রে স্বাক্ষরকরণ ও প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ;

(খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত বাপাউবো'র নিজস্ব বা সরকারের জমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসকারীদের শনাক্তকরণসহ প্রকল্প পরিচালকের নিকট পেশকরণ; এবং

(গ) প্রকল্পের সময়সীমা (বাস্তবায়নকাল) অনুসরণে উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট পেশকরণ।

(২) **<u>Property Valuation Advisory Team (PVAT) :</u>** গঠন ও কার্যপরিধি—

Property Valuation Advisory Team (PVAT) for PIU, Feni O&M Division, BWDB, Feni.

<u>গঠন :</u>

(ক)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	আহ্বায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-এর মনোনীত প্রতিনিধি (জেলা/উপজেলা ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা)	সদস্য
(গ)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পাউবো (সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগ)	সদস্য
(ঘ)	পাউবো-কে সহায়তা প্রদানকারী এনজিও এর প্রতিনিধি (ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/ এরিয়া ম্যানেজার/ বিশেষজ্ঞ অথবা সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের বাজার মূল্য এবং ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের বদলি মূল্য নিরূপণে আইনানুগভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ;

(খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারি জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বাজার মূল্য এবং সম্পদের বদলি মূল্য নিরূপণে আইনানুগভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ;

(গ) ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণে সঠিকতা নিরূপণে সহায়তাকরণ;

(ঘ) ঘরবাড়ী/অবকাঠামো/গাছপালা/ফসল ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ মূল্য নিরূপণে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সহায়তাকরণ; এবং

(ঙ) প্রকল্পের সময়সীমা (বাস্তবায়নকাল) অনুসরণে উপরোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/প্রতিবেদন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও জেলা প্রশাসকের কাছে পেশকরণ।

(৩) **Grievance Redress Committee (GRC) :** গঠন ও কার্যপরিধি—

Grievance Redress Committee (GRC) for PIU, Feni O&M Division, BWDB, Feni.

গঠন :

(ক)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলী/সমপর্যায়ের কর্মকর্তা)	আহ্বায়ক
(খ)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে ইউনিয়নে নালিশে লিপিবদ্ধ করবেন)	সদস্য
(গ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি।	সদস্য
(ঘ)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পাউবো (সংশ্লিষ্ট শাখা)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্প গ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ এবং শুনানী গ্রহণ;

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ যদি ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ এর সালিশ (Arbitration) পদ্ধতি অথবা প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় হয়, তবে এ কমিটি উক্ত নালিশ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দিবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা (Resettlement Plan) এর নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ কার্যে এই কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান।

নালিশ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি :

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিচয়পত্র প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে অথবা ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করার ১ মাসের মধ্যে লিখিতভাবে আহ্বায়কের কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন;

(খ) এই কমিটি নালিশ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বসবেন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড ও সভার কার্যাবলী সংরক্ষণ করবেন;

(গ) আহ্বায়কের কার্যালয়ে এই কমিটির যাবতীয় কাজ অনুষ্ঠিত হবে;

(ঘ) কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি অবশ্যই উল্লেখ করবে; এবং

(ঙ) কমিটি নালিশ প্রতিকার সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী এবং এ সংক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার স্থায়ীভাবে কমিউনিটি সভায় এবং ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিলির মাধ্যমে সাধারণ জনসমক্ষে প্রচার করবে।

মো: মাহমুদ হাসান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৪ কার্তিক ১৪২৭/০৯ নভেম্বর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৩.২০২০-২২৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন (বিপি-৬৬৯০১১৮১৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, পিটিসি, খুলনা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, মেহেরপুর জেলা) এর বিরুদ্ধে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মোসাঃ জুলিয়া নাছরিন বিথি কর্তৃক কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি.আর মামলা নং-৩৭৫/১৮ ধারাঃ যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারায় এবং খুলনা আদালতে মামলা নম্বর ৮৯(৩)১৮, ধারাঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধনী-২০০৩) এর ১১(গ) ধারায় দায়ের করেন। উক্ত মামলা দুটিতে তিনি যথাক্রমে গত ২২-১১-২০১৮ ও গত ২২-১০-২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে জামিনে মুক্তি লাভ করেন; এবং

০২। যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ED (Reg.VII)/S-123/78-115 (500), Date. Dacca the 21st November, 1978 এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামিনপ্রাপ্ত কর্মকতা Taken into custody মর্মে গণ্য হবেন বিধায় তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করা সমীচীন;

০৩। সেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম ED (Reg.VII)/S-123/78-115 (500), Date. Dacca the 21st November, 1978 অনুযায়ী সহকারী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০৪। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪২৭/১০ নভেম্বর ২০২০

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৮.১৯-২২৯**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ত্রিশাল সার্কেল, ময়মনসিংহ হিসেবে কর্মকালে আপনার অফিস-কাম বাসার একটি কক্ষে সপ্তাহে ২/৩ দিন ১৮-২৪

বছর বয়সী মেয়েদের নিয়ে কখনো আধঘন্টা-এক ঘন্টা আবার কখনও রাত্রেও অবস্থান করতেন। আপনি জনৈক মোঃ গোলাম মোস্তফা ও তার ছেলে আকরাম হোসেনের বিরুদ্ধে ফুলবাড়ীয়া থানার রুজুকৃত মামলা হতে অব্যাহতি ও বেদখল হওয়া দোকান ঘরের দখল পাইয়ে দেয়ার জন্য ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন;

২। যেহেতু, আপনার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

৩। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর উত্থাপিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ১২(১) মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এতদ্বারা জনাব মোঃ আব্দুর রকিব খান (বিপি-৬৫৮৯০০ ৮৯০৮), সহকারী পুলিশ সুপার, বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

৪। সাময়িক বরখাস্তকালে পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪

আদেশ

তারিখ : ২৫ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **স্ব:ম:নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-৪৫২**—আগামী ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ জাতীয় সংসদের ৬২ সিরাজগঞ্জ-১ ও ১৯১ ঢাকা-১৮ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র নং-৪৪.০০. ০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৮-৩০৯, ৩১০, তারিখ : ০৮-১১-২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল :

"সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ ভোর ৬.০০ টা হতে ১৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০টা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।"

(২) যারা এ আদেশ লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে The Arms Act, 1878 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহে এলিদ মাইনুল আমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৩ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০৬১.১৯.২৭২— The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	উত্তর হোসনাবাদ	৫১	৩৯০	বাউফল	পটুয়াখালী
২.	মোমিনপুর	৫৮	২০৬৮	বাউফল	পটুয়াখালী
৩.	চর মোমিনপুর	১৪৮	৫৬৫	বাউফল	পটুয়াখালী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।